REVISED

Handout Number: 32

**Ambassador of China calls on Foreign Minister Dr. Momen**

Dhaka, 5 July:

Ambassador of China to Bangladesh Yao Wen called on Foreign Minister Dr. A K Abdul Momen at the Ministry of Foreign Affairs in Dhaka today. During the meeting, Foreign Minister Dr. Momen reiterated Bangladesh’s commitments for further enhancing the ‘South-South Cooperation’ for greater collective benefit of the global South. He referred to innovative approaches including that of the Community Clinics introduced in Bangladesh by the Government of Prime Minister Sheikh Hasina, which is now internationally appreciated. He observed that a developing country like Bangladesh could apply a lot of practical, simple and viable Chinese innovations for the benefit of the common people.

The Chinese Envoy updated about different development projects in Bangladesh that are being carried out with support from China. Foreign Minister Dr. Momen thanked China as a development partner. He encouraged greater Chinese investment in Bangladesh to facilitate more job-creation and transfer of technology and skills. He also stressed on initiatives for reducing the huge trade imbalance between the two countries.

While exchanging views on climate change, the issue of the prevailing monsoon and its impacts on possible flood situation in the country, particularly the occurrence of flash-floods, came up. The Chinese envoy offered to extend assistance for dredging the relevant rivers in Bangladesh for improving the capacity of the rivers to better manage the flood situations.

Foreign Minister Dr. Momen reviewed the efforts for facilitating the desired repatriation of the Rohingyas, temporarily sheltered in Bangladesh on humanitarian grounds, to their homeland in the Rakhine State of Myanmar. They also reviewed the ongoing bilateral cooperation in various multilateral and international forums.

As the Chinese Envoy extended invitation to the Foreign Minister to various events in China, Dr. Momen thanked him for the invitation and took note of it.

#

Mohsin/Pasha/Rafiqul/Salim/2023/2300 Hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১

**বাংলাদেশে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণে এক সাথে**

**কাজ করবে বিডা ও এন্টারপ্রাইজ সিংগাপুর গ্রুপ**

ঢাকা, ২১ আষাঢ় (৫ জুলাই):

বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান লোকমান হোসেন মিয়া বলেছেন, ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগে এখন প্রযুক্তির প্রয়োগ আবশ্যক, সেই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বাণিজ্য ও বিনিয়োগ পলিসি আধুনিকায়নসহ বিনিয়োগকারীদের সর্বোচ্চ আধুনিক স্মার্ট সেবা দেওয়ার লক্ষ্যে বিডা ওএসএস, ইনভেস্টমেন্ট আফটার কেয়ারসহ বিভিন্ন বিনিয়োগ সেবা দিয়ে আসছে।

আজ ঢাকায় বিডা’র কনফারেন্স কক্ষে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এর নির্বাহী সদস্য মোহসিনা ইয়াসমিনের সভাপতিত্বে Enterprise Singapore Group এর সাথে বিডা’র Collaboration Of Investment activities in Bangladesh বিষয়ে আলোচনা ও বিনিয়োগ সহযোগিতা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিডা’র নির্বাহী চেয়ারম্যান এসব কথা বলেন।

সমঝোতা স্মারকে বিডা’র পক্ষ থেকে স্বাক্ষর করেন বিডা’র নির্বাহী সদস্য মোহসিনা ইয়াসমিন এবং Enterprise Singapore Group পক্ষ থেকে স্বাক্ষর করেন এন্টারপ্রাইজ সিঙ্গাপুর গ্রুপের পরিচালক অড্রে ট্যান।

বিডা’র নির্বাহী চেয়ারম্যান বলেন, বাংলাদেশে বাণিজ্য ও বিনিয়োগে সিঙ্গাপুর আমাদের দীর্ঘদিনের বন্ধু এবং এই সমঝোতা স্মারকের ফলে আমাদের আস্থা, বন্ধুত্ব এবং পারস্পরিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ আরো বৃদ্ধি পাবে। সেই সাথে সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলো আরো সম্প্রসারিত হবে। এসময় তিনি সিঙ্গাপুরের বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে সিঙ্গাপুরের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র ডিরেক্টর ফ্রান্সিস চং বলেন, সিঙ্গাপুর বাংলাদেশে বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ, টেক্সটাইল এবং আরএমজি, কৃষি ব্যবসা, খাদ্যসহ বিভিন্ন সেবাখাতে বড় ধরনের বিনিয়োগ করে আসছে, বাংলাদেশে সিঙ্গাপুরের তৃতীয় বৃহত্তম এফডিআই স্টক রয়েছে। বর্তমানে ১৬৭টির বেশি সিঙ্গাপুরের কোম্পানি বিডা’র অধীনে বিভিন্ন সেবা নিয়ে বাংলাদেশে কাজ করে চলছে। এ সময় তিনি আরো বলেন, এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ফলে আগামীতে এই সংখ্যা এবং এফডিআই এর পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পাবে।

অনুষ্ঠানে সিঙ্গাপুরের মিনিস্ট্রি অভ্ ট্রেড এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, মিনিস্ট্রি অভ্ ফরেন এফেয়ার্স, এন্টারপ্রাইজ সিঙ্গাপুর গ্রুপ ও বিডার শীর্ষ কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

প্রশান্ত/পাশা/রাহাত/সঞ্জীব/মোশারফ/জয়নুল/২০২৩/১৮৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩০

**প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও এর দপ্তর-সংস্থাসমূহের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত**

ঢাকা, ২১ আষাঢ় (৫ জুলাই):

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর-সংস্থাসমূহের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ।

আজ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি স¦াক্ষর অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন।

অনুষ্ঠানে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষে সিনিয়র সচিব ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন এবং দপ্তর-সংস্থার পক্ষে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ হামিদুর রহমান, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো’র মহাপরিচালকের পক্ষে অতিরিক্ত মহাপরিচালক আ স ম আশরাফুল ইসলাম এবং বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট এন্ড সার্ভিসেস লিঃ (বোয়েসেল) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মল্লিক আনোয়ার হোসেন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রবাসীদের সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ কর্মী তৈরিতে অধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখ করে মন্ত্রী জানান, এর ফলে রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সভাশেষে শুদ্ধাচার চর্চার স্বীকৃতিস¦রূপ ২০২২-২৩ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়ের মনোনীত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাঝে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়। এবারের শুদ্ধাচার পুরস্কার পেয়েছেন- জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো’র মহাপরিচালক মোঃ শহীদুল আলম, মন্ত্রণালয়ের উপসচিব গাজী মোঃ শাহেদ আনোয়ার, সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব ও উপসচিব সন্দ্বীপ কুমার সরকার, প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোঃ আঃ ওয়ারেছ, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক সাবিনা ইয়াছমিন এবং অফিস সহায়ক মোঃ দুলাল হোসেন।

#

রাশেদুজ্জামান/পাশা/রাহাত/সঞ্জীব/মোশারফ/জয়নুল/২০২৩/১৯২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                নম্বর : ২৯

**কোভিড-১৯** **সংক্রান্ত** **সর্বশেষ** **প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২১ আষাঢ় (৫ জুলাই) :

  স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে আজ বুধবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৮৬ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৬ দশমিক ৯৬ শতাংশ। এ সময় ১ হাজার ২৩৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

  গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৬২ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ৯ হাজার ৫৯৪ জন।

#

রাশেদা/পাশা/রাহাত/মোশারফ/লিখন/২০২৩/১৭৫৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                               নম্বর : ২৮

**বাণিজ্য সম্পর্কিত গবেষণা ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতার আহ্বান বাণিজ্যমন্ত্রীর**

ঢাকা, ২১ আষাঢ় (৫ জুলাই) :

দেশীয় পণ্যের বৈচিত্র্যকরণে প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং বাণিজ্য সম্পর্কিত গবেষণায় সহযোগিতা করার জন্য যুক্তরাজ্যের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি।

আজ রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বাংলাদেশে সফররত যুক্তরাজ্যের বিজনেস এন্ড ট্রেড স্টেট মিনিস্টার নাইজেল হাডলস্টোনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদলের সাথে বৈঠকে মন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ ২য় বৃহত্তম আরএমজি রপ্তানিকারক, ৩য় বৃহত্তম সবজি উৎপাদনকারী, বিশ্বের ৪র্থ বৃহত্তম ধান উৎপাদক এবং অভ্যন্তরীণ মিঠা পানির মৎস্য চাষের ৫ম বৃহত্তম উৎপাদনকারী দেশ। এছাড়া উচ্চমানের ওষুধ, জেনেরিক ওষুধ, অনন্য পাটজাত পণ্য, চামড়াজাত পণ্য, হোম টেক্সটাইল, হিমায়িত খাদ্য, সিরামিক, আসবাবপত্র, খেলনা এবং ইলেকট্রনিক পণ্যসহ অনেক বৈচিত্র্যময় পণ্য উৎপাদন হচ্ছে। তিনি প্রতিনিধিদলকে এসব পণ্য আমদানির জন্য অনুরোধ জানান।

যুক্তরাজ্য বর্তমানে বাংলাদেশের ৩য় বৃহত্তম রপ্তানি গন্তব্য উল্লেখ করে টিপু মুনশি জানান, ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ ৫ দশমিক ৩১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি করেছে এবং যুক্তরাজ্য থেকে ৪৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আমদানি করেছে।

মন্ত্রী বলেন, উভয় দেশের বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক উন্নত করার বিশাল সুযোগ রয়েছে। তিনি দুই দেশের পারস্পরিক স্বার্থ অক্ষুণ্ন রেখে অর্থ ও বাণিজ্য সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় উন্নীত করতে একযোগে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

বাংলাদেশ বর্তমানে বিনিয়োগের উত্তম জায়গা জানিয়ে টিপু মুনশি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পদ্মা সেতু নির্মাণ, ঢাকা মেট্রো রেলের উদ্বোধন, ঢাকা বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল, কক্সবাজারে নতুন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে দেশভিত্তিক আলাদা অর্থনৈতিক জোন বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। এসব অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগের জন্য তিনি যুক্তরাজ্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, দুই দেশের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক সম্প্রসারণে জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ ইতোমধ্যে দুই দফা বৈঠক করেছে এবং খুব শীঘ্রই তৃতীয় বৈঠকে বসবে। ঢাকায় ১ম ও ২য় বাংলাদেশ-ইউনাইটেড কিংডম ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট ডায়ালগ অনুষ্ঠিত হবে। এই নিয়মিত সংলাপ আমাদের যৌথ মূল্যবোধ এবং মানদণ্ডের ভিত্তিতে বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য, অর্থনৈতিক ও বিনিয়োগকে আরো শক্তিশালী করতে অবদান রাখবে।

বাণিজ্যমন্ত্রী ডেভেলপিং কান্ট্রি ট্রেডিং স্কিম-ডিসিটিএস এর অধীনে ২০২৯ সাল পর্যন্ত ডিউটি ফ্রি-কোটা ফ্রি সুবিধা অব্যাহত রাখার জন্য যুক্তরাজ্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আমরা দীর্ঘতম সম্ভাব্য সময় পর্যন্ত আমাদের ডিউটি ফ্রি-কোটা ফ্রি সুবিধার স্থিতি অব্যাহত রাখতে চাই। তিনি যুক্তরাজ্যকে ২০২৬ সালে এলডিসি থেকে বাংলাদেশ উত্তরণের পর পরবর্তী আরও ছয় বছর শুল্কমুক্ত কোটামুক্ত সুবিধা অব্যাহত রাখতে পাশে থাকারও আহ্বান জানান।

এসময় সফররত যুক্তরাজ্যের বিজনেস এন্ড ট্রেড স্টেট মিনিস্টার নাইজেল হাডলস্টোন তাঁর দেশ বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি এভিয়েশন, শিক্ষা এবং প্রতিরক্ষার বিষয়ে সহযোগিতার আগ্রহ প্রকাশ করেন। বাংলাদেশ-যুক্তরাজ্যের মধ্যকার চমৎকার বন্ধত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, দুই দেশের বাণিজ্য সম্পর্ক ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যুক্তরাজ্যে রেডিমেড গার্মেন্টস ছাড়াও বাংলাদেশি পণ্যের বিশাল বাজার রয়েছে। ভবিষ্যতে এ বাজার বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এসময় স্টেট মিনিস্টার বাংলাদেশে যুক্তরাজ্যের ব্যবসায়ীরা নানা ধরনের সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছেন বলে বাণিজ্যমন্ত্রীকে অবহিত করেন এবং সেগুলো সমাধানের জন্য অনুরোধ জানান। নির্দিষ্ট করে সমস্যার কথা জানালে সেগুলো দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ নেয়া হবে বলে আশ্বস্ত করেন বাণিজ্যমন্ত্রী।

বৈঠককালে বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার সারাহ ক্যাথেরিন কুক এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ আব্দুর রহিম খানসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

হায়দার/পাশা/রাহাত/সঞ্জীব/মোশারফ/শামীম/২০২৩/১৭১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                               নম্বর : ২৭

**মার্কিন কর্মকর্তাদের আগমন দু’দেশের ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কের বার্তা বহন করে**

**- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২১ আষাঢ় (৫ জুলাই) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘মার্কিন কর্মকর্তাদের আগমন তাদের সাথে সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হওয়ার বার্তাই বহন করে। এই আগমনকে আমরা স্বাগত জানাই।’

আজ সচিবালয়ে নিজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন মন্ত্রী। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা প্রায়ই আসছেন এবং চলতি মাসে সেদেশের পররাষ্ট্র দপ্তরের উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধিদলের আসার কথা রয়েছে-এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক কর্মকর্তা এসেছেন এবং সহসাই আরো বেশ কয়েকজন আসবেন। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আমাদের সম্পর্ক বহুমাত্রিক। তাদের সাথে আমাদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত সহযোগিতা রয়েছে এবং বিশ্বাঙ্গনেও বহুমাত্রিক সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা কাজ করি। বাংলাদেশের উন্নয়নেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিরাট ভূমিকা রাখছে।

বিএনপির মহাসচিব ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের বলেছেন, ‘কোনো দলীয় সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব না’-এ নিয়ে প্রশ্নে হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘দেশের মালিক জনগণ। রাষ্ট্রক্ষমতায় কারা যাবে সেটি নির্ধারণ করার মালিক হচ্ছে জনগণ। বিএনপির যদি কোনো নালিশ থাকে তা দিতে হবে জনগণের কাছে, বিদেশিদের কাছে নয়।’

জার্মানি, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়ামসহ ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে, যুক্তরাজ্যে যেভাবে নির্বাচন হয়, সেখানে যে সরকার ক্ষমতায় থাকে তারাই নির্বাচনকালীন সরকারের দায়িত্ব পালন করে, আমাদের দেশেও ঠিক একইভাবে নির্বাচন হবে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ‘নালিশ তারা করতে পারে কিন্তু আমি বিএনপিকে অনুরোধ জানাবো নালিশ জনগণের কাছে করার জন্য, বিদেশিদের হাতে-পায়ে না ধরার জন্য।’

‘বিএনপির সরকার পতনের এক দফা আন্দোলন চট্টগ্রাম থেকে শুরু হবে এমন ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান বলেন, ‘বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামে নিহত হয়েছিলেন অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে। চট্টগ্রাম খুব তাৎপর্যপূর্ণ। তারা তো মাঝে মধ্যেই এক দফার আন্দোলনের ঘোষণা দেন। তো এক দফা আন্দোলন চট্টগ্রামেই মারা যায় কি না, সেটিই দেখার বিষয়।’

ভূ-রাজনীতির কোনো চাপ সরকারের ওপরে আছে কি না এমন প্রশ্নে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার কোনো চাপে নাই। ২০১৩-১৪-১৫ সালে বিএনপি আন্দোলনের নামে যে সহিংসতা করেছে, সেটি আমরা সামাল দিয়েছি। সেটি করার সামর্থ্য বিএনপির এখন নাই এবং ভূ-রাজনীতির কারণে আর এ ধরনের আন্দোলন করা তাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। আমরা জানি কখন কী করতে হবে।’

মন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনগুলো বর্জন করেছিল এবং তাদের দলীয় কর্মী-সমর্থকদের এবং জনগণকেও বর্জন করার, ভোট কেন্দ্রে না যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছিল। তাদের এত প্রচারণার মধ্যেও ৫০ শতাংশ ভোট কাস্ট হয়েছে। সুতরাং আগামী নির্বাচনেও জনগণ ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করবে।’

ড. হাছান বলেন, ‘গণতন্ত্রের মূল বিষয় জনগণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে কি না। বিএনপি’র অংশগ্রহণ আমরা অবশ্যই স্বাগত জানাই। তবে তারা যদি নাও আসে, আগামী নির্বাচনে জনগণ থাকবে।’

এর আগে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী হাছান মাহ্‌মুদ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি) প্রকাশিত ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি: সংবাদপত্রে প্রতিফলন’ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন। পিআইবি’র মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ, পরিচালক আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দিন, গ্রন্থকার গবেষক পপি দেবী থাপা প্রমুখ মোড়ক উন্মোচনে অংশ নেন।

#

আকরাম/পাশা/রাহাত/সঞ্জীব/মোশারফ/শামীম/২০২৩/১৭৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ২৬

**সুইডেনে পবিত্র কোরআন পোড়ানোর ঘটনায়**

**দায়ী ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে**

**- পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

ঢাকা, ২১ আষাঢ় (৫ জুলাই) :

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, সুইডেনে পবিত্র কোরআন পোড়ানোর ঘটনায় বাংলাদেশসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশের প্রতিবাদের প্রেক্ষিতে সুইডেনের সরকার দায়ী ব্যক্তিকে আটক করে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

গতকাল জাতীয় সংসদে উত্থাপিত এক প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আমরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় ইতোমধ্যে ঢাকায় সুইডেন দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্সকে ডেকে এনে সুইডেনে পবিত্র কোরআন পোড়ানোর ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছি এবং দায়ী ব্যক্তিকে যেন শাস্তি দেওয়া হয় সেই দাবিও জানিয়েছি।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরো বলেন, সুইডেনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ইতোমধ্যে জানিয়েছেন সুইডেন সরকার এ ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছে এবং দায়ী ব্যক্তিকে আটক করেছে। ঐ ব্যক্তি আগে জানিয়েছিল সে শুধু তার বক্তব্য প্রকাশ করবে কিন্তু সে যে কোরআন পোড়াবে এটা বলেনি। তাই বিদ্বেষ ছড়ানোর কারণে তাকে আটক করা হয়েছে। কারণ তাদের দেশের আইনে কেউ বিদ্বেষ ছড়াতে পারে না।

ড. মোমেন বলেন, আমাদের মতো আরো অনেক মুসলিম দেশও প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং সুইডেনের সরকারের পদক্ষেপ গ্রহণের কারণে আমরা সন্তুষ্ট।

#

মোহসিন/মেহেদী/রবি/সাঈদা/কলি/আসমা/২০২৩/১১০০ ঘন্টা